Contents

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৪র্থ সংস্করণের ভূমিকা

ছালাত শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠা **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)**-এর ৪র্থ সংস্করণ বের করতে পেরে আমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, *আলহামদুলিল্লাহ।* কঠোর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মাননীয় লেখক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যে সংস্কারধর্মী লেখনী সমূহ সমাজকে একের পর এক উপহার দিয়ে চলেছেন, অত্র **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** তারই একটি অংশ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল *(১৬৪-২৪১ হিঃ/৭৮১-৮৫৫ খৃঃ)* বলেন, 'যদি তুমি (বাগদাদের) একশত মসজিদেও ছালাত আদায় কর, তবুও তুমি কোন একটি মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ছালাত দেখতে পাবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের ছালাত ও তোমাদের সাথীদের ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দাও' *(আবু ইয়া'লা, তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/৩৫২)*। এটি ছিল দূর অতীতের অবস্থা। এক্ষণে আমাদের এ ফিৎনার যুগে অবস্থার অবনতি কতদূর হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রধানতঃ অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও শৈথিল্যবাদিতার ফলেই এগুলি ঘটেছে। অথচ 'ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম থেকে অবিরত ধারায় একথা বর্ণিত হয়েছে যে, কোন বিষয়ে হাদীছ পেলে তাঁরা বিনা শর্তে তার উপর আমল করতেন' *(অলিউল্লাহ দেহলভী, আল-ইনছাফ, বৈরূত: পৃঃ ৭০)*। এতদ্ব্যতীত ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) সহ সকল মুজতাহিদ ইমাম বলেছেন যে, 'ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব' *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান, দিল্লী: ১/৭৩)*। উল্লেখ্য যে, শরী'আতের ব্যাখ্যা অবশ্যই হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী, অন্যদের বুঝ অনুযায়ী নয়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রথম প্রশ্ন করা হবে তার 'ছালাত' সম্পর্কে। ছালাতের হিসাব সঠিক হলে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে অন্য সব আমল বরবাদ হবে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। সেকারণ মাননীয় লেখক সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং চূড়ান্ত সাধনার মাধ্যমে মুহাদ্দেছীন ও সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুসরণে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে অত্র বইটি রচনা করেছেন। এ বইয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, বড় একটি বিষয়কে ছোট পরিসরে বিশুদ্ধ দলীল সহ পেশ করা। আল্লাহভীরু মুসলমানের জন্য এ বই পরকালীন মুক্তির পথে আলোকবর্তিকা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সঙ্গত কারণেই বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ম সংস্করণে ৮০ পৃঃ, ২য় সংস্করণে ১৪৪ পৃঃ, ৩য় সংস্করণে ২৪৮ পৃঃ এবং ৪র্থ সংস্করণে ৩০৪ পৃঃ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৪র্থ সংস্করণের হুবহু অনুবাদ হিসাবে ১ম ইংরেজী সংস্করণ একই সাথে প্রকাশিত হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

পরিশেষে আমরা 'দারুল ইফতা' ও গবেষণা বিভাগের সম্মানিত সদস্যগণকে এই বিশ্বজনীন গ্রন্থটি প্রকাশে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে এ মূল্যবান বইটি মাননীয় লেখকের ও তাঁর পিতামাতা ও পরিবারবর্গের এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলের পরকালীন মুক্তির অসীলা হৌক, এই দো'আ করি -আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর
বানান রীতি

আরবী হরফ	উচ্চারণ	বাংলা হরফ/চিহ্ন	উদাহরণ	
			বাংলা	আরবী
أ ء	হামযাহ	’	মা’কূল	مَأْكُوْلٌ
ع	আয়েন	‘	মা‘বূদ	مَعْبُوْدٌ
ط	ত্বোয়া	ত্ব	ত্বা-লূত	طَالُوْتُ
ث ص	ছা, ছোয়াদ	ছ	ছালা-ছাতুন, ছালা-তুন	ثَلاَثَةٌ، صَلاَةٌ
س	সীন	স	সালা-মুন	سَلاَمٌ
ذ ز ض ظ	যাল, ঝা, যোয়াদ, যোয়া	য	যা-লেকা, ঝাওজুন, যালা-লাতুন, যামাউন	ذَالِكَ، زَوْجٌ، ضَلاَلَةٌ ، ظَمَأٌ
ج	জীম	জ	জুম‘আতুন	جُمْعَةٌ
ق	বড় ক্বাফ	ক্ব	ক্বাবাসুন	قَبَسٌ
و	ওয়াও	ঊ, ু	মা-‘ঊন, লাহূ	مَاعُوْنٌ، لَهُ
ا	আলিফ	-	ইইয়া-কা	إِيَّاكَ
ى	ইয়া	ঈ, ী	না‘ঈম, রহীম	نعيم، رَحِيْمٌ

বিঃ দ্রঃ বাংলা উচ্চারণের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবী-উর্দূ হরফের দিকে ও ধ্বনিতত্ত্বের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়ন সর্বদা কঠিন ও কষ্টকর। অতএব পাঠকের উচিত হবে যোগ্য শিক্ষকের কাছে পাঠাভ্যাস করা। যাতে সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি ইহকাল ও পরকালে অশেষ নেকীর অধিকারী হ’তে পারেন।- *লেখক* ॥

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
অনুধাবন করুন	১০
১. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম	১৩-১৮
২. প্রয়োজনীয় সূরা সমূহ	১৯-২৮
৩. ছালাত বিষয়ে জ্ঞাতব্য	২৯-৫৫
■ ছালাতের সংজ্ঞা; ফরযিয়াত ও রাক'আত সংখ্যা	২৯
■ ছালাতের গুরুত্ব	৩০
■ ছালাত তরককারীর হুকুম	৩২
■ ছালাতের ফযীলত সমূহ	৩৫
■ মসজিদে ছালাতের ফযীলত	৩৭
■ মসজিদ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য	৩৮
■ জামা'আতে ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত	৪২
■ ছালাতের নিষিদ্ধ স্থান	৪৫
■ ছালাতের শর্তাবলী	৪৫
■ সতর ও লেবাস সম্পর্কে চারটি শারঈ মূলনীতি; মস্তকাবরণ	৪৭
■ ছালাতের রুকন সমূহ	৪৯
■ ছালাতের ওয়াজিব সমূহ	৫১
■ ছালাতের সুন্নাত সমূহ	৫২
■ ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ	৫২
■ ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ	৫৩
■ ছালাতের নিষিদ্ধ সময়	৫৫
৪. ত্বাহারৎ বা পবিত্রতা	৫৬-৭০
■ ওযূ	৫৬
■ ওযূর ফযীলত	৫৭
■ ওযূর বিবরণ	৫৮
■ ওযূ ও মাসাহ্র অন্যান্য মাসায়েল	৬০
■ ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ	৬৩
■ গোসলের বিবরণ	৬৪
■ তায়াম্মুমের বিবরণ	৬৫
■ তায়াম্মুমের কারণসমূহ	৬৬
■ পেশাব-পায়খানার আদব	৬৮

Contents

৫. আযান ৭০-৮১
- আযানের সংজ্ঞা; সূচনা ৭০
- আযানের ফযীলত ৭১
- আযানের কালেমা সমূহ ৭২
- একামত ৭৩
- তারজী‘ আযান ৭৪
- সাহারীর আযান ৭৫
- আযানের জওয়াব ৭৬
- আযানের দো‘আ ৭৭
- আযানের দো‘আয় বাড়তি বিষয় সমূহ ৭৮
- আযানের অন্যান্য পরিত্যাজ্য বিষয় ৭৯
- আযানের অন্যান্য মাসায়েল ৮০

৬. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮২-১৩৯
- ছালাতের বিবরণ ৮২
- নিয়ত; তাকবীরে তাহরীমা ও বুকে হাত বাঁধা ৮৩
- ছানা; বিসমিল্লাহ পাঠ ৮৬
- ছালাতে সর্বাবস্থায় সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ৮৮
- বিরোধীদের দলীলসমূহ ও তার জওয়াব ৯১
- রুকূ পেলে রাক‘আত না পাওয়া ৯৬
- ক্বিরাআতের আদব ৯৯
- সশব্দে আমীন ১০১
- রুকূ ১০৪
- ক্বওমা ১০৫
- ক্বওমার অন্যান্য দো‘আ সমূহ ১০৬
- রাফ‘উল ইয়াদায়েন ১০৮
- রাফ‘উল ইয়াদায়নের ফযীলত ১১১
- সিজদা ১১২
- জালসায়ে ইস্তেরা-হাত ১১৪
- সিজদার ফযীলত ১১৫
- সিজদার অন্যান্য দো‘আ সমূহ ১১৬
- শেষ বৈঠক ১১৬
- তাশাহহুদ; নবীকে সম্বোধন ১১৮
- দরূদ; দরূদ-এর ফযীলত ১১৯
- দো‘আয়ে মাছূরাহ ১২০

Contents

- তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী দো'আ বিষয়ে জ্ঞাতব্য ১২১
- সালাম ১২২
- ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ ১২৩
- মুনাজাত ১৩০
- ছালাতে দো'আর স্থান সমূহ ১৩১
- ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ ১৩২
- প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ ১৩২
- ছালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ; একাকী দু'হাত তুলে দো'আ ১৩৩
- কুরআনী দো'আ ১৩৪
- সুন্নাত-নফলের বিবরণ ১৩৫
- সুন্নাত ও নফলের ফযীলত ১৩৭
- মাসবূকের ছালাত ১৩৮
- ক্বাযা ছালাত ১৩৯

৭. ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য ১৪০-১৬৩
- পরিবহনে ছালাত; রোগীর ছালাত ১৪০
- সুৎরার বিবরণ; যাদের ইমামতি সিদ্ধ ১৪১
- ফাসিক ও বিদ'আতীর ইমামত ১৪২
- মহিলাদের ছালাত ও ইমামত ১৪৩
- অন্ধ, গোলাম ও বালকদের ইমামত ১৪৪
- ইমামতের হকদার; ইমামের অনুসরণ ১৪৫
- মুসাফিরের ইমামত; জামা'আত ও কাতার ১৪৬
- আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা; আয়াত সমূহের জওয়াব ১৫০
- সিজদায়ে সহো ১৫২
- সিজদায়ে তেলাওয়াত ১৫৩
- সিজদায়ে শুক্র ১৫৫
- ছালাত বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য; মসজিদে প্রবেশের দো'আ ও অন্যান্য ১৫৬

৮. বিভিন্ন ছালাতের পরিচয় ১৬৪-২৬৬

(১) **বিতর ছালাত** ১৬৪
- কুনূত ১৬৬
- দো'আয়ে কুনূত ১৬৭
- কুনূতে নাযেলাহ ১৬৯

(২) **তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ** ১৭১
- রাত্রির ছালাতের ফযীলত ১৭২
- তারাবীহ্র জামা'আত; ফযীলত; রাক'আত সংখ্যা ১৭৩

Contents

- বিশ রাক'আত তারাবীহ ১৭৫
- শৈথিল্যবাদ ১৭৬
- জামা'আতে তারাবীহ কি বিদ'আত? ১৭৮
- এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহ ১৭৮
- রাত্রির ছালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১৮১
- তাহাজ্জুদে উঠে দো'আ ১৮৩

(৩) **সফরের ছালাত** ১৮৬
- সফরের দূরত্ব ১৮৬
- ছালাত জমা ও ক্বছর করা ১৮৮

(৪) **জুম'আর ছালাত** ১৮৯
- সূচনা ১৮৯
- গুরুত্ব ১৯১
- ফযীলত ১৯২
- জুম'আর আযান; ডাক আযান ১৯৪
- খুৎবা ১৯৬
- মাতৃভাষায় খুৎবা দান ১৯৭
- ক্বিরাআত ১৯৮
- দো'আ চাওয়া; দো'আ কবুলের সময়কাল ২৯৯
- ঘুমের প্রতিকার; এহ্তিয়াত্বী জুম'আ ২০০
- জুম'আর সুন্নাত ২০১
- জুম'আ বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য ২০২

(৫) **ঈদায়নের ছালাত** ২০৩
- সূচনা ২০৩
- গুরুত্ব; নিয়মাবলী ২০৪
- জ্ঞাতব্য ২০৫
- অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ ২০৬
- তাকবীরে তাহরীমা সহ কি-না ২০৯
- বারো তাকবীরে চার খলীফা; প্রচলিত ছয় তাকবীর ২১০
- ছয় তাকবীরের তাবীল ২১১
- ঈদায়নের ছালাতের পদ্ধতি ২১২

(৬) **জানাযার ছালাত** ২১৩
- হুকুম; ওয়াজিব সমূহ; সুন্নাত সমূহ; ফযীলত; ২১৩
- কাতার দাঁড়ানো ২১৪
- ইমামত; জানাযার ছালাতের বিবরণ ২১৫
- জানাযার পূর্বে করণীয়; জানাযা বিষয়ে সতর্কতা ২১৬

■ জানাযার দো'আ ২১৮
■ জানাযার দো'আর আদব ২২১
■ মৃত্যুকালীন সময়ে করণীয় ২২২
■ মৃত্যুর পরে দো'আ সমূহ এবং করণীয় ২২৩
■ মৃত্যুর পরে বর্জনীয় ২২৪
■ মৃত্যু পরবর্তী করণীয় সমূহ ২২৫
♦ মাইয়েতের গোসল ২২৫
♦ কাফন ২২৭
♦ জানাযা ২২৮
♦ জানাযা বহন ২২৯
♦ দাফন ২৩০
■ কবরে নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ ২৩৩
■ কবরে প্রচলিত শিরক সমূহ ২৩৫
■ মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ ২৩৮
■ কবরে আলোকসজ্জা করা ২৪২
■ জানাযা বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য সমূহ ২৪৩
♦ কবর ও লাশ বিষয়ে ২৪৩
♦ মৃতের ক্বাযা ছালাত ও ছিয়াম ২৪৪
♦ গর্ভচ্যুত শিশুর জানাযা ২৪৫
♦ মৃতের প্রতি আদব; প্রতিবেশীদের কর্তব্য ২৪৬
♦ মৃতের জন্য করণীয় ২৪৭
♦ তিনটি ছাদাক্বা ২৪৯
♦ গায়েবানা জানাযা ২৫০
♦ কবর যিয়ারত ২৫১
♦ যিয়ারতের আদব ২৫২
(৭) **ইশরাক্ব ও চাশতের ছালাত** ২৫৪
(৮) **সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত** ২৫৫
(৯) **ছালাতুল ইস্তিস্ক্বা** ২৫৭
■ ইস্তিস্ক্বা অর্থ; বিবরণ; পদ্ধতি ২৫৭
■ ছালাত ব্যতীত অন্যভাবে বৃষ্টি প্রার্থনা; অন্যান্য জ্ঞাতব্য ২৬০
(১০) **ছালাতুল হাজত** ২৬১
(১১) **ছালাতুত তাওবাহ** ২৬২
(১২) **ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ** ২৬৩
(১৩) **ছালাতুত তাসবীহ** ২৬৬
৯. যরূরী দো'আ সমূহ ২৬৭-৩০১

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:*

আল্লাহ বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ

‘আর তুমি ছালাত কায়েম কর
আমাকে স্মরণ করার জন্য’ *(ত্বোয়া-হা ২০/১৪)*।

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

অনুধাবন করুন

সম্মানিত মুছল্লী !

অনুধাবন করুন আপনার প্রভুর বাণী- ‘সফলকাম হবে সেই সব মুমিন যারা ছালাতে রত থাকে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে’।[১] অতএব গভীরভাবে চিন্তা করুন! আপনার প্রভু আল্লাহ কিজন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন? মনে রাখবেন তিনি আপনাকে বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। তাঁর সৃষ্ট এ সুন্দর সৃষ্টি জগতকে সুন্দরভাবে আবাদ করার দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়েই তিনি আপনাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কে এখানে কত বেশী সুন্দর আমল করে এবং তার সৃষ্টিকর্তার হুকুম যথাযথভাবে পালন করে, তা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ মউত ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন।[২] আপনার হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, নাসিকা-জিহ্বা সর্বোপরি যে মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ এবং ভাষা ও চিন্তাশক্তির নে‘মত দান করে আপনাকে আপনার প্রভু এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তার যথার্থ ব্যবহার আপনি করেছেন কি-না, তার কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব আপনাকে আপনার সৃষ্টিকর্তার নিকটে দিতে হবে।[৩]

---

* মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘নবুঅতের নিদর্শন সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৫; ১০ম নববী বর্ষে ইয়ামনের ঝাড়-ফুঁককারী কবিরাজ যেমাদ আযদী মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কথিত জিন ছাড়ানোর তদবীর করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে উপরোক্ত খুৎবা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বায়‘আত করে ইসলাম কবুল করেন।

১. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ = সূরা মু’মিনূন ২৩/১-২।

২. اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً = মুল্ক ৬৭/২।

৩. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ = যিলযাল ৯৯/৭-৮।

কেউ আপনার উপকার করলে আপনি তার নিকটে চির কৃতজ্ঞ থাকেন। সর্বপ্রদাতা আল্লাহ্র নিকটে আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কি? একবার ভেবে দেখুন দুনিয়ার সকল সম্পদের বিনিময়ে কি আপনি আপনার ঐ সুন্দর দু'টি চক্ষুর ঋণ শোধ করতে পারবেন? পারবেন কি আপনার দু'টি হাতের, পায়ের, কানের বা জিহ্বার যথাযথ মূল্য দিতে? আপনার হৃৎপিণ্ডে যে প্রাণবায়ুর অবস্থান, সেটি কার হুকুমে সেখানে এসেছে ও কার হুকুমে সেখানে রয়েছে? আবার কার হুকুমে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে?[৪] সেটির আকার-আকৃতিই বা কি, তা কি কখনও আপনি দেখতে পেয়েছেন? শুধু কি তাই? আপনার পুরো দেহযন্ত্রটাই যে এক অলৌকিক সৃষ্টির অপরূপ সমাহার। যার কোন একটি তুচ্ছ অঙ্গের মূল্য দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও কি সম্ভব?

অতএব আসুন! সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি মন খুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাঁর প্রেরিত মহান ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে শিখানো ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে 'ছালাত' আদায়ে রত হই।[৫] স্বীয় প্রভুর নিকটে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

হে মুছল্লী!

ছালাতের নিরিবিলি আলাপের সময় আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকটে হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিন।[৬] ছালাত শেষ করার আগেই আপনার সকল প্রার্থনা নিবেদন করুন। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানি ফেলুন। আল্লাহ আপনার হৃদয়ের কথা জানেন। আপনার চোখের ভাষা বুঝেন। ঐ শুনুন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর আকুল প্রার্থনা- 'প্রভু হে! নিশ্চয়ই আপনি জানেন যা কিছু আমরা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখি ও যা কিছু আমরা মুখে প্রকাশ করি।

---

৪. وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً = বনু ইসরাঈল ১৭/৮৫।

৫. صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ বুখারী (দিল্লী) 'আযান' অধ্যায়-২, ১/৮৮ পৃঃ, হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত-আলবানী (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫হি:/১৯৮৫খৃ:) হাদীছ সংখ্যা/৬৮৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ-৬।

৬. إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِيْ رَبَّهُ... 'নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, তখন সে তার প্রভুর সঙ্গে মুনাজাত করে' অর্থাৎ গোপনে আলাপ করে'। -বুখারী হা/৫৩১, ১/৭৬ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭; আহমাদ, মিশকাত হা/৮৫৬ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

আল্লাহ্র নিকটে যমীন ও আসমানের কোন কিছুই গোপন থাকেনা'।[৭] অতএব ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও গভীর আস্থা নিয়ে বুকে জোড়হাত বেঁধে বিনীতভাবে আপনার মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে যান। দু'হাত উঁচু করে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করুন। অতঃপর তাকবীরের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন। যাবতীয় গর্ব ও অহংকার চূর্ণ করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সম্মুখে রুকূতে মাথা ঝুঁকিয়ে দিন। তারপর সিজদায় গিয়ে মাটিতে মাথা লুটিয়ে দিন। সর্বদা স্মরণ রাখুন তাঁর অমোঘ বাণী- 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর'।[৮] তিনি বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার হৃদয়কে সচ্ছলতা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। কিন্তু যদি তুমি সেটা না কর, তাহ'লে আমি তোমার দু'হাতকে (দুনিয়াবী) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব মিটাবো না'।[৯]

অতএব আসুন! আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ও জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান 'ছালাতে' রত হই 'তাকবীরে তাহরীমা'-র মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুকে হারাম করে একনিষ্ঠভাবে বিনম্রচিত্তে বিগলিত হৃদয়ে!!

مسلک سنت پہ اے سالک چلے جا بے دھڑک
جنت الفردوس تک سیدھی چلی گئی یہ سڑک

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক!
জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি !!

---

৭. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ = ইবরাহীম ১৪/৩৮।

৮. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ = ইবরাহীম ১৪/৭।

৯. হাদীছে কুদসী; আহমাদ, তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; ঐ, মিশকাত হা/৫১৭২ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৯।